বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

আধুনিক যুগ ০৮:

** সেলিনা হোসেন

* আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

শওকত ওসমান ✓

শওকত আলী -

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

সেলিনা হোসেন (জন্ম ১৪ জুন ১৯৪৭)

বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক। তাঁর উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে সমকালের সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সংকটের সামগ্রিকতা। বাঙালির অহংকার ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ তাঁর লেখায় যোগ করেছে এক নতুন মাত্রা।

কি চরিত্র নির্মাণ কি কাহিনীর বুনন দুটোতেই সেলিনা হোসেন সহজাত ক্ষমতার অধিকারী। গল্প-উপন্যাসের এই দুটো প্রধান ক্ষেত্রেই তার শৈল্পিক নির্লিপ্ততা গুণ অত্যন্ত ঋদ্ধ। এই নির্লিপ্ততার গুণেই বিমান দুর্ঘটনায় নিহত কন্যা লারার মৃত্যুর শোককে শক্তিতে রূপান্তর করে 'লারা' উপন্যাস লিখেছিলেন। সমকাল বা একালের বহু লেখকের মতো প্রবল বাস্তববাদী হবার জেদ তার নেই। গল্প-উপন্যাসের বিষয় ও চরিত্রের অনুসন্ধানে সশরীরে মাঠে-প্রান্তরে ঘুরে ফেরেন তিনি। উদ্দেশ্য একটিই, যে জীবনের গল্প তিনি নির্মাণ করছেন বা যে চরিত্র তিনি সৃষ্টি করছেন, তা যেন সঙ্গতিপূর্ণ হয়। বাস্তববাদী লেখক হওয়ার ইচ্ছে থেকে তিনি এ কাজ করেন না।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

এ কাজ তিনি করেন একজন শিল্পীর লড়াই হিসেবে। এই লড়াই তিনি সকল ক্ষেত্রেই করেন। এছাড়া উপন্যাসের বিষয়বৈচিত্র্য খোঁজা তার শিল্পীসত্তার মৌলিক স্বভাব। একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি তাঁর লেখায় খুব বেশি নেই। গল্প-উপন্যাসের বিষয় ও আঙ্গিকের অন্বেষণে রীতিমতো গবেষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখি সেলিনা হোসেনকে। সৃজনসত্তার এই বিশেষ প্রবণতা বা আকুতি তার লেখালেখির শুরু থেকেই শুরু। 'পোকামাকড়ের ঘরবমতি' লেখার পূর্বে তিনি সশরীরের জেলেদের ট্রলারে চড়ে গভীর সমুদ্রের গিয়েছিলেন।

'নীল ময়ূরের যৌবন', 'চাঁদ বেনে' ও 'কালকেতু ও ফুল্লরা'- এই তিনটি উপন্যাসের বিষয় বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য, সমাজ ও ইতিহাস। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ, বিশেষভাবে সামরিক শাসনাধীন বাংলাদেশকেই রূপকার্থে তুলে ধরতে চেয়েছেন এই তিন উপন্যাসে।

স্বাধীনতার এক দশকের মধ্যেই একজন লেখককে কেন এই রূপকের আশ্রয় নিতে হলো, এই জিজ্ঞার প্রত্যুত্তরে সেলিনা হোসেন স্বীকার করেন না যে, তিনি রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন। অতীতের বিষয় হিসেবে তিনি গ্রহণ করেননি অতীত ঐতিহ্যকে। তিনি অতীত ঐতিহ্যকে বর্তমান বাস্তবতার মুখোমুখি বা সমান্তরাল করে উপস্থাপন করেছেন।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

বাঙালির জাতীয় জীবনের উত্থান-পতনের সকল ইতিহাস সেলিনা হোসেনের লেখার বিষয়। পাকিস্তানি শাসন ও বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন জাতীয় জীবনে যে আলোড়ন তৈরি করেছিল সেলিনা হোসেন তার প্রত্যক্ষদর্শী। এই সময়কাল তার মানস-গঠনের সময়কাল এবং লেখালেখির গুরুত্বপূর্ণ অংশ দখল করে আছে। তার 'যাপিত জীবন' ও 'নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি' উপন্যাসের বিষয় বাঙালির ভাষার অধিকার আদায়ের লড়াই।

'গায়ত্রী সন্ধ্যা' উপন্যাসের বিশাল পটভূমিতে ঠাঁই নিয়েছে দেশভাগের রাজনীতি, দেশভাগ থেকে মুক্তিযুদ্ধ এবং ৭৫-এর আগস্ট ট্রাজেডি তথা বাঙালির স্বাধিকার ইতিহাস, জাতিসত্তার বিকাশ ও বিনির্মাণের ইতিহাস। নাচোল বিদ্রোহের নেত্রী ইলা মিত্রের জীবন-সংগ্রাম নিয়ে লেখা 'কাঁটাতারের প্রজাপতি' উপন্যাসে পাকিস্তানি দুঃশাসনের চেহারাটা তুলে ধরেছেন। 'হাঙর নদী গ্রেনেড' উপন্যাসে বিষয় মুক্তিযুদ্ধে নারীর বড় আত্মত্যাগের ইতিহাস। এক সামান্য নারী মুক্তিযুদ্ধে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার নিজের পঙ্গু সন্তানটিকেই উৎসর্গ করে। আর এই উৎসর্গের মধ্য দিয়ে সেলিনা হোসেন দেখিয়েছেন, মুক্তিযুদ্ধ মূলত জনযুদ্ধ ছিল এবং সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ ও ত্যাগের বিনিময়ে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় আসে, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

VICTORS -BCS,BANK & MORE

মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী মানুষের মনে জন্মে নেয় অসীম দীর্ঘশ্বাস ও হতাশা। এই হতাশা সেলিনা হোসেনের অগ্রজ, সমসাময়িক ও অনুজ লেখকদের মধ্যেও প্রবল ছিল। কিন্তু সেলিনা হোসেন কখনো হতাশ হননি, বিশ্বাস হারাননি। তিনি মনে করেন, বাঙালিই একমাত্র জাতি, যারা এই উপমহাদেশে মানচিত্রই পাল্টে দিয়েছে। অধৈর্য বা অসহিষ্ণু হয়ে জাতির দীর্ঘ সাধনা ও ত্যাগের বিনিময়ে প্রাপ্য অর্জনকে নষ্ট করা বা অস্বীকার করার পক্ষে তিনি নন। তার মতে, 'মুক্তিযুদ্ধ', 'স্বাধীনতা', 'গণতন্ত্র' এতো তুচ্ছ জিনিস নয় যে, ফুঁ দিলেই উড়ে যাবে।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

হাঙর নদী গ্রেনেড

'হাঙর নদী গ্রেনেড' পাশাপাশি তিনটি প্রতীকী শব্দ। আপাত অর্থে মিলহীন। কিন্তু ব্যাপ্তি অনেক গভীর ও প্রসারিত। যে হাঙর গোটা একটা জাতিসত্তাকে গিলে খায়, গিলে খেতে চায়। যে জাতির রয়েছে রক্ত দিয়ে লেখা একটা ইতিহাস, গভীর মর্মবেদনার একটা ভাষা। মাথার ওপর জনমদুখিনী মায়ের ছায়া আর স্নেহ-মমতামাখা প্রাণশক্তি। নারীর মতো নদী। নদীর মতো বহুমুখী শিল্প, সংস্কৃতি জারিত প্রবাহ। এই অনন্তকালের শান্ত নির্মল সুন্দর ধারাকে কেউ যদি ধ্বংস করতে চায়, ধ্বংসের নির্মম উল্লাসে মেতে ওঠে, তাদের প্রতিহত করতে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ—গ্রেনেড। এভাবে বর্ণের সঙ্গে বর্ণের, শব্দের সঙ্গে শব্দের অন্তর্নিহিত মেলবন্ধনে উঠে আসে বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক এক প্রেক্ষাপট।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সেলিনা হোসেনের শিক্ষক ছিলেন আবদুল হাফিজ। তিনি মুক্তিযোদ্ধা। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে রেসকোর্সে যাওয়ার সময় তিনি সেলিনা হোসেনের বাসায় উঠেছিলেন। এক মায়ের গল্প শুনিয়েছিলেন। যশোরের কালীগঞ্জের যে মা দুই মুক্তিযোদ্ধাকে বাঁচানোর জন্য নিজের প্রতিবন্ধী ছেলেকে পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। অধ্যাপক হাফিজ এই ঘটনা নিয়ে লেখককে লিখতে বলেন। লেখক প্রথমে ভেবেছিলেন, ছোটগল্প লিখবেন। কিন্তু এই ঘটনার অনুরণন এত গভীর যে পরে লিখে ফেললেন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'হাঙর নদী গ্রেনেড'।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

এই উপন্যাস পড়ে সত্যজিৎ রায় খুব প্রশংসা করেছিলেন। লেখককে চিঠি দিয়ে উপন্যাস অবলম্বনে একটা চলচ্চিত্র নির্মাণ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বাংলাদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্রায়িত করে উঠতে পারেননি। পরবর্তী সময়ে চাষী নজরুল ইসলাম যথাযথ নান্দনিক দর্শনে উপন্যাসটিকে চলচ্চিত্রে রূপ দেন। ১৯৯৭ সালে চলচ্চিত্রটি মুক্তি পায়।

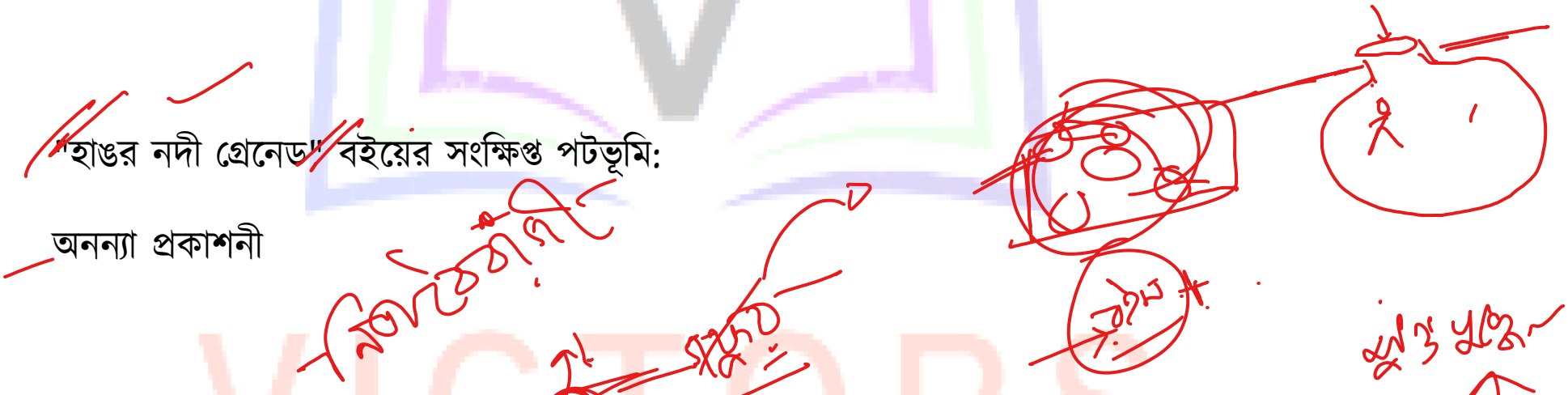

"হাঙর নদী গ্রেনেড" বইয়ের সংক্ষিপ্ত পটভূমি:

অনন্যা প্রকাশনী

হলদিগাঁ গ্রামের এক দুরন্ত কিশোরী বুড়ি। কৈশোর থেকে সে চঞ্চলতায় উচ্ছল, কৌতূহলপ্রবণ, উৎসুক দৃষ্টি, নিবিড়ভাবে দেখা, চমৎকারভাবে মেশা, উচ্ছলতায় ভরপুর। কম বয়সেই বিয়ে হয় তার থেকে বয়সে অনেক বড় বিপত্নীক গফুরের সঙ্গে। গফুরের সংসারে তার আগের স্ত্রীর রেখে যাওয়া সলীম ও কলীম নামে দুটো ছেলে আছে। সংসারজীবন ভালই লাগে বুড়ির। যদিও গফুর বুঝতে পারে না বুড়িকে। আগের বউ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, কখন কী বলে, কী করে তা বুঝা তার পক্ষে কষ্টসাধ্য। অবশ্য কারও সাথে পাছে নেই, কাউকে মন্দ বলে না, কেউ বললে ভ্রুক্ষেপ করে না। এরই মধ্যে মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

ওঠে বুড়ির। সলীম-কলীম থাকলেও তার নিজের গর্ভের সন্তান চায়। অবশেষে জন্ম নেয় এক পুত্র সন্তান। বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী রইস। তাতেও ভালোবাসা কমতি হয় না। কিছুদিন পর গফুর মারা যায়। সলীমের বিয়ে হয় রামিজার সাথে। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই তার কোলজুড়ে আসে একটি সন্তান। কলীমের বিয়ের কথার সময় শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। বন্ধ হয়ে যায় সব আলোচনা। যুদ্ধের ঢেউ আসে হলদিগাঁয়ে। সেই ঢেউয়ে উথালপাথাল হয়ে যায় বুড়ির সাজানো সংসার। সলীম যায় যুদ্ধে। ভাই সলীম ও মুক্তিবাহিনী সম্পর্কে খবর না দেওয়ায় কলীমকে পাকিস্তানি আর্মি ও তার দোসররা বুড়ির চোখের সামনে নির্মমভাবে খুন করে। যা দেখে বুড়ি বলে: 'কলীম, তোর ঘাড়টা ঝুলে পড়েছে কেন? তুই একবার আমার দিকে চোখ তুলে তাকা। সাহসী বারুদ জ্বালা, দৃষ্টি ছড়িয়ে দে হলদীগাঁয়ের বুকে। মুছে যাক মহামারী, বন্যা, খরা, দুর্ভিক্ষ। হলদীগাঁয়ের মাটি নতুন পলিমাটিতে ভরে উঠুক।'

কিন্তু পলি ভরার আগে হলদিগাঁয়ের মাটিতে রচিত হয় মর্মন্তুদ এক দৃশ্য। যে দৃশ্যের রচনাকার একজন মা। বুড়ি যার নাম। হাফেজ ও কাদের দুই মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধ করতে করতে শত্রুপক্ষের চোখ ফাঁকি দিয়ে আশ্রয় নেয় বুড়ির ঘরে। পাকসেনারাও বাড়িতে আসে। দেশপ্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় একজন মা, মুক্তিযোদ্ধাদের বাঁচাতে তার নিজের সন্তানকে তুলে দেয় পাকসেনাদের বন্দুকের নলের মুখে। সন্তানের নাম রইস। মায়ের নাম বুড়ি। যার প্রতীতি এ রকম: 'ওরা এখন হাজার হাজার কলীমের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিচ্ছে। ওরা হলদীগাঁর স্বাধীনতার জন্য নিজের জীবনকে উপেক্ষা করে লড়ছে। ওরা আচমকা ফেটে যাওয়া শিমুলের উজ্জ্বল ধবধবে তুলো। বুড়ি এখন ইচ্ছে করলেই শুধু রইসের মা হতে পারে না। বুড়ি

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

এখন শুধু রইসের একলার মা নয়। হাঙর নদী গ্রেনেড তখন মহাকাব্যের আখ্যান হয়ে ওঠে। বুড়ি হয়ে যায় ইতিহাস-কন্যা। আর হলদিগাঁ, বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

যাপিত জীবন : মুদ্রিত কালের আখ্যান

ব্যক্তি, ভূখণ্ড এবং ভাষা যাপিত জীবন উপন্যাসের প্রধান বিষয়। সোহরাব আলীর তিন পুত্র-মারুফ, জাফর, দীপু এবং স্ত্রী আফসানা খাতুনকে কেন্দ্র করে মূল কাহিনী আবর্তিত। তবে ঘটনা কেন্দ্রে প্রাধান্য লাভ করেছে সোহরাব আলীর দ্বিতীয় পুত্র জাফরের সঙ্গে সহপাঠী আঞ্জুমের প্রেম। একুশে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভেঙে মিছিলে অংশগ্রহণ করা ও পুলিশের গুলিতে শহীদ হওয়া জাফরের চরিত্র।

দেশ বিভাগের পর সোহরাব আলীর পরিবার ভারতের বহরমপুরের বাড়ি একচেঞ্জ করে ঢাকার বংশাল রোডে এক বাগান বাড়িতে উঠে আসে। মেজ ছেলে জাফর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার পাশাপাশি সে প্রগতিশীল রাজনীতি-সংস্কৃতিতে যোগ দেয়। সহপাঠী আঞ্জুমের সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা-সংগ্রামের আন্দোলন তখন তুঙ্গে। 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' একটি পুস্তিকা জাফর এবং আঞ্জুমকে প্রেরণা জোগায়। দেশত্যাগের যন্ত্রণা জাফরের মধ্যে উন্মূলিত বৃক্ষের মতো কাজ করে। জাফর মাতৃভাষা আর মাতৃভূমির প্রেমে দারুণভাবে উদ্বুদ্ধ হয়। আন্দোলনের পথে তার সঙ্গী হয় আঞ্জুম। দুজনের চলার পথ একই সরল রেখায় এসে মিশে চমৎকার এক রোমান্টিক মুহূর্ত তৈরি করে। সেলিনা হোসেন অসাধারণ দক্ষতায় ভাষা আন্দোলনের এই প্রেক্ষাপটে উপন্যাসের জাফর চরিত্রকে তুলে ধরেছেন।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

উপন্যাসের মূল চরিত্র জাফরের সঙ্গে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সরাসরি কথপোকথন হয় 'পরদিন প্রশান্তর সঙ্গে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বাসায় যায় জাফর। তাঁকে প্রণাম করে। তিনি মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেন। বলেন, প্রশান্তর কাছে তোমার কথা শুনেছি। আমি জেনে খুশি যে, মায়ের ভাষার মর্যাদার জন্য তোমরা লড়াই করছ। আমাদের তো তা করতে হবে কাকু। আপনি গণপরিষদে দাঁড়িয়ে করেছেন। আমরা রাজ পথে করবো।'

ভাষা আন্দোলনের এক সভায় অন্য বক্তারা বক্তৃতা দিচ্ছেন। সভায় সভাপতিত্ব করছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। সেলিনা হোসেন নিপুণ দক্ষতা সে সভাকে কাহিনীর মধ্যে দৃশ্যমান করে তুলেছেন এভাবে 'একটুক্ষণ পরেই সভাপতির ভাষণ দিতে ওঠেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। এক পর্যায়ে তিনি বলেন, 'আমরা হিন্দু ও মুসলমান যেমন সত্য, তারচেয়েও বেশি সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোনো আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। যা প্রকৃতি নিজ হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জো-টি নেই।'

মিছিল, মিটিং, হরতাল, পিকেটিং সব কাজেই জাফর এবং আঞ্জুম একসঙ্গে চলে। জাফর একদিন আঞ্জুমকে বলে, 'তুমি আমার ভেতর সাংঘাতিক বোধ ঢুকিয়ে দিয়েছ, যাতে দেশ, জাতি, ভাষা সংস্কৃতি সবকিছুর মধ্যে আমি আমার ভালোবাসা প্রসারিত করতে পারি। জানো আঞ্জুম, প্রয়োজন হলে আমি ভাষার জন্য প্রাণও দেবো।' বায়ন্নর একুশে ফেব্রুয়ারি তারা দুজন একসঙ্গে মিছিলে হাঁটার কথা ছিল, কিন্তু সে

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

ইচ্ছা পূরণ হয় না। ছাত্রীরা আলাদা, ছাত্ররা আলাদা হয়ে দশজন করে নির্দেশ মতো ১৪৪ ধারা ভেঙে বের হতে গিয়ে আঞ্জুম আলাদা হয়ে যায়। প্রথমে ছাত্রীদের দশজনের দলে আঞ্জুম বের হলে পুলিশ তাদের গ্রপ্তার করে ট্রাকে তুলে নিয়ে যায়। উপন্যাসের ভাষায় 'জাফর আঞ্জুমের কাছে আসে। তোমার সঙ্গে আমার হাঁটা হলো না আঞ্জুম। মেয়েদের যে দশজন মিছিলে বেরুচ্ছে তুমি তার সঙ্গে যাও।... মেয়েদের প্রথম মিছিল গ্রেপ্তারি বরণ করেছে। আঞ্জুম চলে গেছে ট্রাকে করে। জাফরকে রেখেই ওকে যেতে হয়েছে। গলা ফাটিয়ে স্লোগান দিচ্ছিল ও। জাফর শুধু অবাক হয়ে দেখছে যে আঞ্জুমের চেহারায় ওর প্রিয় স্বদেশ। যেখানে শ্যামল ছায়ার সঙ্গে বারুদের মাখামাখি। টিয়ার গ্যাসের যন্ত্রণায় অস্থির হয়েও জাফর মনে মনে বলে, তোমার জন্য আমার সব ভালোবাসা আঞ্জুম।

ব্যক্তি প্রেম আর ভাষা প্রেম, আন্দোলনের অগ্নিময় মুহূর্ত যাপিত জীবন উপন্যাসের কাহিনীকে ভিন্ন এক শিল্পমাত্রা দিয়েছে। জেলখানায় মেরিনা ওকে ধাক্কা দিয়ে বলে, আঞ্জুম, শুনেছিস? মিছিলে গুলি হয়েছে। চমক ভাঙে আঞ্জুমের, গুলি? তারপর পারিপার্শ্বিকতা ভুলে তারা জেলখানার ভেতরেই স্লোগান দেয় 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। যাপিত জীবন উপন্যাসে সমাপ্তিতে দেখা যায়, ভাষা আন্দোলনের মিছিলে গুলির প্রতিবাদে পুরো দেশ যেন বিস্ফোরণের মতো জ্বলে ওঠে। শহীদের লাশের মিছিলে লাখ লাখ মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। শহীদ জাফরের রক্তমাখা জামাকাপড় পতাকার মতো শোভা পাচ্ছে মিছিলে। জাফরের প্রেমিকা আঞ্জুমের ভাবনায় জেগে ওঠে বিস্ময়কর চেতনা 'ও জানে, যে বিন্দুতে মিছিলের শুরু, সে বিন্দুতেই জাফরের অবস্থান। ও বিড়বিড় করে বলে, তোমাকে আমি কিছুতেই মরতে দেব না। আমি

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

কোনোদিন মা হলে সে সন্তানের নাম রাখবো জাফর।' আঞ্জুমের এই উপলব্ধি এই ভাবনা-বেদনাতে মাতৃভাষা আর মাতৃভ,মি একাকার হয়ে যায়। যে চেতনা সঞ্চারিত হয় প্রতিটি বাঙালির দেহে এবং ধমনিতে। প্রতিবাদ প্রতিরোধের বহ্নিশিখা ছড়িয়ে পড়ে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের শরীরে। কারণ, এর নেপথ্যে রয়েছে দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু মানুষের শেকড়-ছেঁড়া যন্ত্রণা। উত্তরকালে যা মতৃভাষা প্রেম থেকে মাতৃভূমি প্রেমে রূপান্তরিত হয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় রূপ লাভ করে। বাঙালি সংঘবদ্ধ শক্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং স্বাধীনতা লাভ করে।

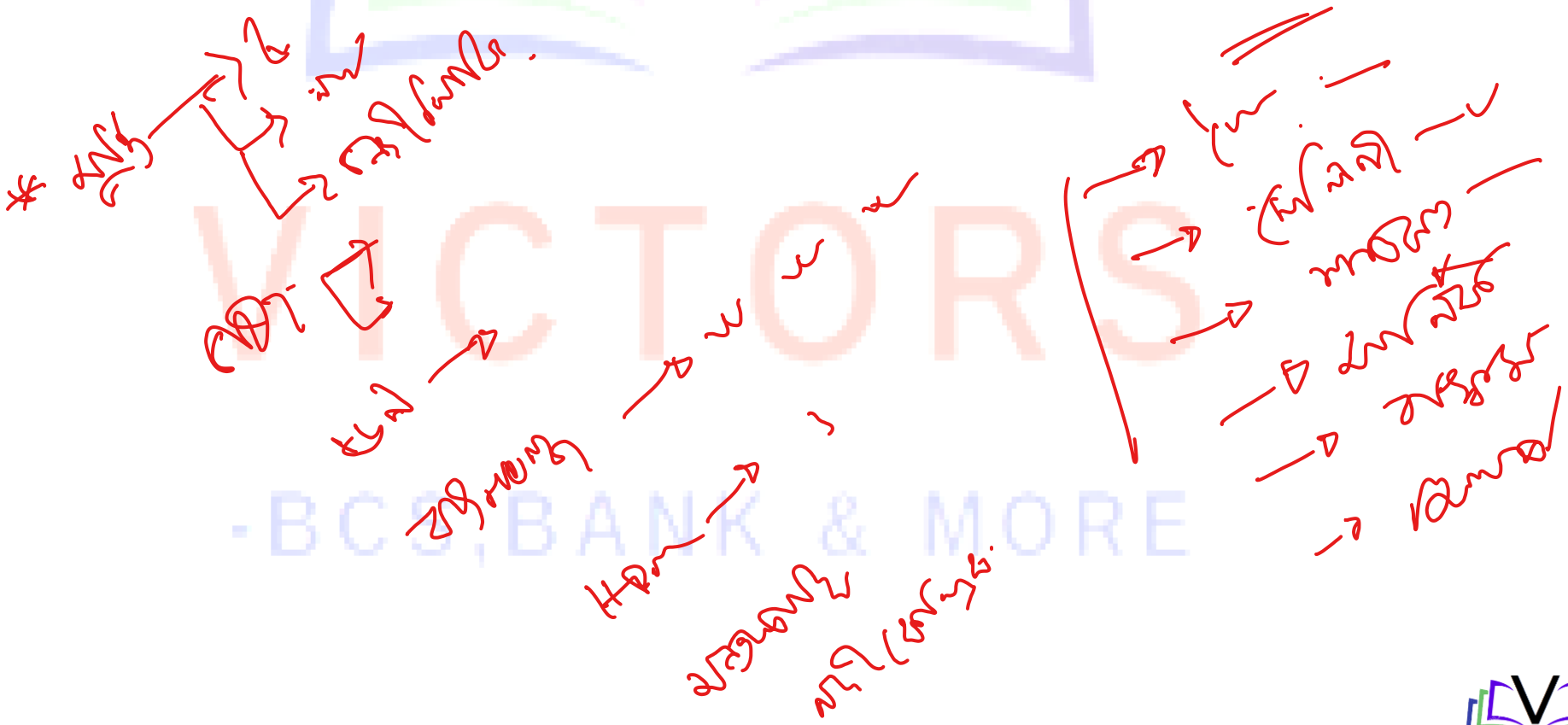

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE
VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE
VICTORS
-BCS,BANK & MORE

আখতারুজ্জামান মোহাম্মদ ইলিয়াস

স্বল্পপ্রজ লেখক আখতারুজ্জামান মোহাম্মদ ইলিয়াস ১৯৪৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের গাইবান্ধা জেলার গোটিয়া গ্রামে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তার ডাক নাম মঞ্জু। পৈত্রিক বাড়ি বগুড়া জেলায়। বাবা বদিউজ্জামান মোহাম্মদ ইলিয়াস পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য (১৯৪৭-১৯৫৩) এবং মুসলিম লীগে পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি ছিলেন।

তেতাল্লিশের মন্বন্তরে জন্ম নেওয়া ইলিয়াস বাস্তব জীবন দেখেছিলেন খুব কাছ থেকে। তাই তার লেখায় সংগ্রাম, ক্ষুধা, অভাব, হাহাকার, দারিদ্র, নিপীড়ন বারবার উঠে এসেছে। কথাসাহিত্যে ইলিয়াসের নান্দনিকতা ঈর্ষণীয়। ইটের পর ইটের গাঁথুনিতে যেমন গড়ে উঠে ইমারত, ইলিয়াস তেমনই গড়েছেন তার সাহিত্যকে।

ইলিয়াসের কম লেখার কারণ হয়তো সাহিত্যের মানের প্রশ্নে। ইলিয়াস করতে চেয়েছেন পুরোপুরি বিশুদ্ধ ধারায় সৃষ্টি। এজন্যই তিনি ছিলেন ভীষণ নিরীক্ষাধর্মী। তাই ইলিয়াসের ভাষারীতির সঙ্গেও কারো মিল পাওয়া যায় না। ইলিয়াসের সাহিত্যকে বলা যায় নারকেলের খোলস। বাইরে শক্ত আবরণ,খোসা ছাড়ালেই

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

নিঃসৃত রস। বাস্তবতার নিপুণ চিত্রণ, ইতিহাস ও রাজনৈতিক জ্ঞান, গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম কৌতুকবোধ তার সৃষ্ট কথাসাহিত্যকে দিয়েছে এক ব্যতিক্রমী সুষমা।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

‘চিলেকোঠার সেপাই’

‘চিলেকোঠার সেপাই’ ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে রচিত। এটি আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচিত একটি মহাকাব্যিক উপন্যাস। চিলেকোঠায় বাস করেও স্বাধীনতার লক্ষ্যে গড়ে ওঠা বৃহত্তর আন্দোলনের জোয়ারে একজন সাধারণ মানুষের যোগ দিতে সক্ষম হওয়ার এক গল্প চিলেকোঠার সেপাই- এ আমরা দেখতে পাই।

রাজনীতির নানা ঘটনা পরম্পরা উঠে এসেছে এই উপন্যাসে। সেখানে চিত্রিত হয়েছে, একদল কিভাবে দিনের পর দিন ধরে বিনির্মাণ করে চলেছেন ঊনসত্তর। আবার তারাই হারিয়ে যাচ্ছেন; এর বিপরীতে উঠে আসে আরেক শক্তি। তারাই প্রবল বেগে প্রভাব বিস্তার করছেন সেই বিনির্মিত ঊনসত্তরের ঘটনাপ্রবাহের ওপর। এর মাঝেও ফুটে উঠেছে মানুষের নানা ধরনের বৈশিষ্ট্য, চরিত্রের নানা দিক। গল্পে গল্পে এগিয়ে গেছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন সংগ্রাম। শত কুসংস্কার নিয়েও আন্দোলনে তুখোড় ভূমিকা নিচ্ছেন এক ‘প্রান্তিকজন’, আবার ‘আধুনিক শিক্ষা’ নিয়েও সেই ভূমিকা থেকে একটু দূরবর্তী অবস্থান নিচ্ছেন, কেবল তার শ্রেণি চরিত্রের কারণে।

’৬৯-এর মিছিল বর্ণনায় লেখকের যে ভাবাবেগ বইটিতে আমরা দেখতে পাই তা বাস্তবতাবোধেরই সম্প্রসারণ। তাই তো মিছিলের উত্তাপ, অস্তিত্ব-বিচ্ছিন্ন ওসমান চরিত্রটিকেও আলোকিত করতে পেরেছিল।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা ও বগুড়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের ঘটনাপ্রবাহ একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে এই উপন্যাসে। নগরকেন্দ্রিক মুসলিম লীগপন্থি নব্য সুবিধাভোগী শ্রেণির সঙ্গে মধ্যবিত্ত ও নি¤œশ্রেণির দ্বন্দ্ব ও গ্রামকেন্দ্রিক আইয়ুবী গণতন্ত্রীদের দৌরাত্ম্য ও শোষণ এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয় হিসেবে চিত্রিত হয়েছে লেখকের অনবদ্য কলমের ছোঁয়ায়। অন্যদিক থেকে ভাবলে এর প্রধান চরিত্র বলা যায় হাড্ডি খিজিরকে, যে কিনা ওসমানের বাড়িওয়ালার ভাগ্নের গ্যারেজ দেখাশোনা করে।

'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসটি ১৯৮০-এর দশকের শুরুতে 'রোববার' নামের সাপ্তাহিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এবং ১৯৮৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র ওসমান গণি ওরফে রঞ্জু দেশভাগের কারণে উদ্বাস্তু হয়ে ঢাকায় আসে। ওসমানের বাবা থেকে যান ভারতে, বাবা বেঁচে আছে কি না তা-ও জানে না সে। সবকিছু থেকে সে এতটাই বিচ্ছিন্ন আর ছিন্নমূল যে ঢাকার ঘিঞ্জি গলির মধ্যে এক বাড়ির চিলেকোঠায় বাস করাই তার জন্য যথাযথ হয়।

পাকিস্তানি শাসকদের শোষণের বিরুদ্ধে ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে শহর, নগর, বন্দর, গঞ্জ, নিভৃত গ্রাম, এমনকি যমুনার দুর্গম চর এলাকা কেঁপে কেঁপে উঠছে। প্রতিদিন মিটিং, মিছিল, গণআদালত, কারফিউ ভাঙা এবং ক্ষোভ ও বিদ্রোহে সব স্থানের মানুষ তখন মুক্তির লক্ষ্যে উন্মত্ত। ওসমান গণি সবকিছু দেখে, শোনে, মিছিল-মিটিংয়েও যায়। কিন্তু কোনো কিছুতেই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে না। চিলেকোঠার চার

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

দেয়ালে আবদ্ধ থেকে তার দিন কাটে। তারই সহনামী প্রতিবেশী কিশোর রঞ্জুর প্রতি তার ভালোবাসা কাজ করে। কিন্তু রঞ্জুর তরুণী বোন রানুকে ওসমান অবচেতন মনে ভালোবেসে ফেলে ।

এছাড়া এক নেতায় বিশ্বাসী আলাউদ্দিন, ভোটের রাইট প্রার্থী আলতাফ, রাজনীতি বিশ্লেষক বামপন্থি আনোয়ার, রিকশাওয়ালা হাড্ডি খিজিরসহ বিভিন্ন ধরনের মানুষ তার চারপাশ ঘিরে থাকে। একটি বিশেষ সময়ের সবধরনের মানুষকে লেখক এই উপন্যাসে এক ফ্রেমে আবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন। শহরের আধুনিক উচ্চবিত্ত বুদ্ধিজীবীর পাশাপাশি বস্তির খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের চোখে একটি গণআন্দোলনের প্রকৃত চেহারা লেখকের অসামান্য বর্ণনা-নৈপুণ্যে পাঠকের সামনে উন্মোচিত হয়েছে।
ওসমানের বন্ধু আনোয়ার বামপন্থি রাজনীতির সক্রিয় সদস্য। যমুনার দুর্গম চর এলাকায় গ্রামে গিয়ে মহাজন জোতদারসহ শোষকশ্রেণির ভয়াবহ রূপ দেখে নিজ শ্রেণির উপরে তার ঘৃণা জন্মায়। আরেক চরিত্র হাড্ডি খিজির একটু আলাদা ধরনের রুক্ষ মানুষ। এক নেতায় বিশ্বাসী আলাউদ্দিন মিয়ার রিকশার গ্যারেজে থেকে রাজপথের মানুষের সঙ্গে মিছিল করে স্লোগান দিতে তার ভালোলাগে। সময় আর সুযোগ পেলেই তাই চলে যায় মিটিং-মিছিলে। এক ভরা জনসভায় ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রসঙ্গ উঠলে হাড্ডি খিজির নির্ভয়ে মহাজনের বিরুদ্ধে কথা বলে। গণঅভ্যুত্থানে ভীত শাসকদের আরোপ করা সামরিক শাসন এবং নির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে চারপাশের মানুষের মধ্যে এক বিহ্বলভাব লক্ষ্য করা যায় যা ওসমানের মনকে আলোড়িত করে।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

ঊনসত্তর যে স্বাধীনতা আন্দোলনকে চূড়ান্ত রূপ দেয় এবং এই ঊনসত্তরই যে হাজার বছরের বাংলার শোষণ মুক্তির হাতিয়ার তা লেখক ওসমানের চিন্তায় এবং চোখে দেখিয়েছেন। অবশেষে ওসমানকে বিচ্ছিন্ন ঘর থেকে তাকে বেরিয়ে পড়তে প্ররোচনা দেয় গণঅভ্যুত্থানের সদস্য হওয়ার অপরাধে মধ্যরাতে কারফিউ চাপা রাস্তায় মিলিটারির হাতে প্রাণদ-ে দ-িত হাড্ডি খিজির। সমাজের তথাকথিত নি¤œস্তরের সামান্য একজন শ্রমিকই ওসমানের মুক্তি আকাক্সক্ষী সত্তাকে জাগিয়ে তোলে প্রবলভাবে। ওসমানকে আটকে রাখার জন্য বন্ধুদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। নিহত খিজিরের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সে ঘরের তালা ভেঙে সবার অগোচরে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। চিলেকোঠার বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে ওসমানের সামনে অজস্র পথ খুলে যায়। মূলত, চিলেকোঠার চার দেয়ালের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বিচ্ছিন্নতা ও আত্মপ্রেমের বন্ধন থেকেও তার মুক্তি ঘটে।

বৃহত্তর গণআন্দোলনের জোয়ারে অবশেষে ওসমান একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে মিশে যেতে সক্ষম হয়। লেখক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস জাতীয় রাজনীতির অন্তঃস্বরূপকেও প্রত্যক্ষ করেছেন নিরাসক্ত দৃষ্টিতে। ঊনসত্তরের প্রবল গণ-আন্দোলনের টানে জাতীয় মুক্তির সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত হলেও সাধারণ মানুষের জীবন ধরনের গুণগত পরিবর্তন দুঃস্বপ্নই থেকে যায়। ওসমানের আত্ম-রূপান্তরে এ-কারণেই সম্ভবত তার শ্রেণিসত্তার বিলুপ্তি নির্দেশ করেন ঔপন্যাসিক। বাঙালির মুক্তি আন্দোলন শেষ পর্যন্ত মধ্যবিত্তের স্বপ্ন ও সংগ্রামে পরিণত হয়।

শহরের বস্তি থেকে শুরু করে যমুনার দুর্গম চর এলাকা পর্যন্ত উপন্যাসটি বিস্তৃত হয়েছে। লেখকের অতি

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

সূক্ষ্ম এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণ শক্তিতে উপন্যাসে একটি আলাদা দ্যোতনা সৃষ্টি হয়েছে। লেখকের অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লেখায় ঘটনার সঙ্গে চরিত্রের বাস্তবতা, কল্পনা, চেতনা অন্তঃচেতনার মিশ্রণে বইটিতে পাঠক নতুন দৃষ্টিতে জীবনকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। ইতিবাচক রাজনীতির উপস্থাপনায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্বরূপটি উপস্থাপনে 'চিলেকোঠার সেপাই' একটি অসাধারণ উপন্যাস নিঃসন্দেহে।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE
VICTORS
-BCS,BANK & MORE

১৯৭৬ সালে তার প্রথম গল্পগ্রন্থ অন্য ঘরে অন্য স্বর প্রকাশিত হয়। এ সম্পর্কে হাসান আজিজুল হক বলেছিলেন, "এটি তীরের মতো ঋজু, ধানি লঙ্কার মতো বদমেজাজি, পরনারীর মতো আকর্ষণীয়। ১৯৭৮ সালে উত্তরকাল সাহিত্য পত্রিকায় তিনি পরিচয় নামে একটি গল্প প্রকাশ করেন।পরবর্তীতে তার চিলেকোঠার সেপাই উপন্যাসে এই গল্পের কিছু চরিত্রের সাদৃশ পাওয়া যায় বলে গল্পটি উল্লেখযোগ্য। ইলিয়াসের দ্বিতীয় গল্পসংকলন খোঁয়ারি প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে। এরপর ১৯৮৫ সালে দুধভাতে উৎপাত এবং ১৯৮৯ সালে দোজখের ওম প্রকাশিত হয়। ১৯৯৭ সালে তার সর্বশেষ গল্পসংকলন জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল প্রকাশিত হয়। এই গল্পসংকলনের ১৯৯৫ সালে লেখা তার মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছোটগল্প "রেইনকোট" অবলম্বনে ২০১৪ সালে মেঘমল্লার চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছিল। তিনি প্রায় ২৮টি গল্প লিখেছিলেন।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE
VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

শওকত ওসমান

শওকত ওসমান (২ জানুয়ারি ১৯১৭Ñ১৪ মে ১৯৯৮) আধুনিক বাংলাসাহিত্যের একজন শক্তিশালী কথাশিল্পী। তাঁকে একজন প্রকৃত জীবনশিল্পী বলা যায়। সমাজ সচেতনতা ও আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসা তাঁর শিল্পীমানসের ধর্ম। তাঁর উপন্যাস ও গল্প আন্তরিকতার স্পর্শে সরল, সহজ ও প্রত্যক্ষ। এ ছাড়া এখানে ব্যঞ্জনাধর্মী রূপক ও প্রতীকের ব্যবহারে তাঁর বিবর্তনশীল মননের পরিচয় মেলে। দেশকালের প্রভাবেও শওকত ওসমানের বোধ ও বোধি লালিত ও বিকশিত। শ্রেণী-দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা বৈষম্য ও সম্ভাব্য সমাধানের অস্পষ্ট প্রবণতা তাঁকে যেমন করেছে উৎকেন্দ্রিক, তেমনি নিরীক্ষাধর্মী।

শওকত ওসমানের মোট উপন্যাসের সংখ্যা ১৫টি। এগুলো হল- বনী আদম, জননী (১৯৫৮), ক্রীতদাসের হাসি (১৯৬২), সমাগম (১৯৬৭), চৌরসন্ধি (১৯৬৮), রাজা উপাখ্যান (১৯৭১), **জাহান্নম হইতে বিদায় (১৯৭১), দুই সৈনিক (১৯৭৩), নেকড়ে অরণ্য** (১৯৭৩), পতঙ্গ পিঞ্জর (১৯৮৩), **আর্তনাদ** (১৯৮৫), জলাঙ্গী (১৯৮৬), রাজপুরুষ (১৯৯২), রাজসাক্ষী, বেড়ি।

-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

জননী : প্রকাশের দিক দিয়ে 'জননী' শওকত ওসমানের প্রথম উপন্যাস। গ্রামীণ জীবন নিয়ে রচিত উপন্যাসগুলোর মধ্যে শওকত ওসমানের 'জননী' উল্লেখযোগ্য। পল্লীজীবন, পল্লীর মানুষ এবং সামগ্রিকভাবে পল্লীর পরিবেশকে নিয়ে রচিত হয়েছে এ উপন্যাস। স্বামীহারা দরিদ্র চাষীর **বৌ দরিয়া বিবি**। সে আর্থিক সঙ্কটে পড়ে উঠতি ধনী ইয়াকুবের সংস্পর্শে আসে। পরবর্তীতে সে লালসার শিকারে পরিণত হয়। 'জননী'তে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বৈরিতা, ঈশ্বরদ্রোহিতা এবং ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার চিত্র সুন্দরভাবে অঙ্কিত হয়েছে। চরিত্র সৃষ্টিও প্রশংসনীয়। কাহিনী যেমন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে পরিশেষে সামগ্রিকতা অর্জন করেছে, তেমনি চরিত্রগুলো কাহিনীর গতিময়তাকে ক্ষুণ্ন হতে না দিয়ে পাঠকের কৌতুহলকে বাস্তব জীবনবোধে উদ্দীপ্ত করেছে। গ্রামীণ নিবিড় পরিবেশের ভিতরে নানা ধরনের চরিত্র পাঠকের মনকে আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। সম্ভাব্য ঘটনা ও বিশ্বস্ত চরিত্রায়নের নিপুণ সংমিশ্রণে লেখক 'জননী'তে যে শৈল্পিক সাফল্য অর্জন করেছেন, তা তাঁর পরবর্তী উপন্যাসগুলোতে পাওয়া যায় না; যদিও তাঁর প্রতিটি উপন্যাসই স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যে অধিকারী।

-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

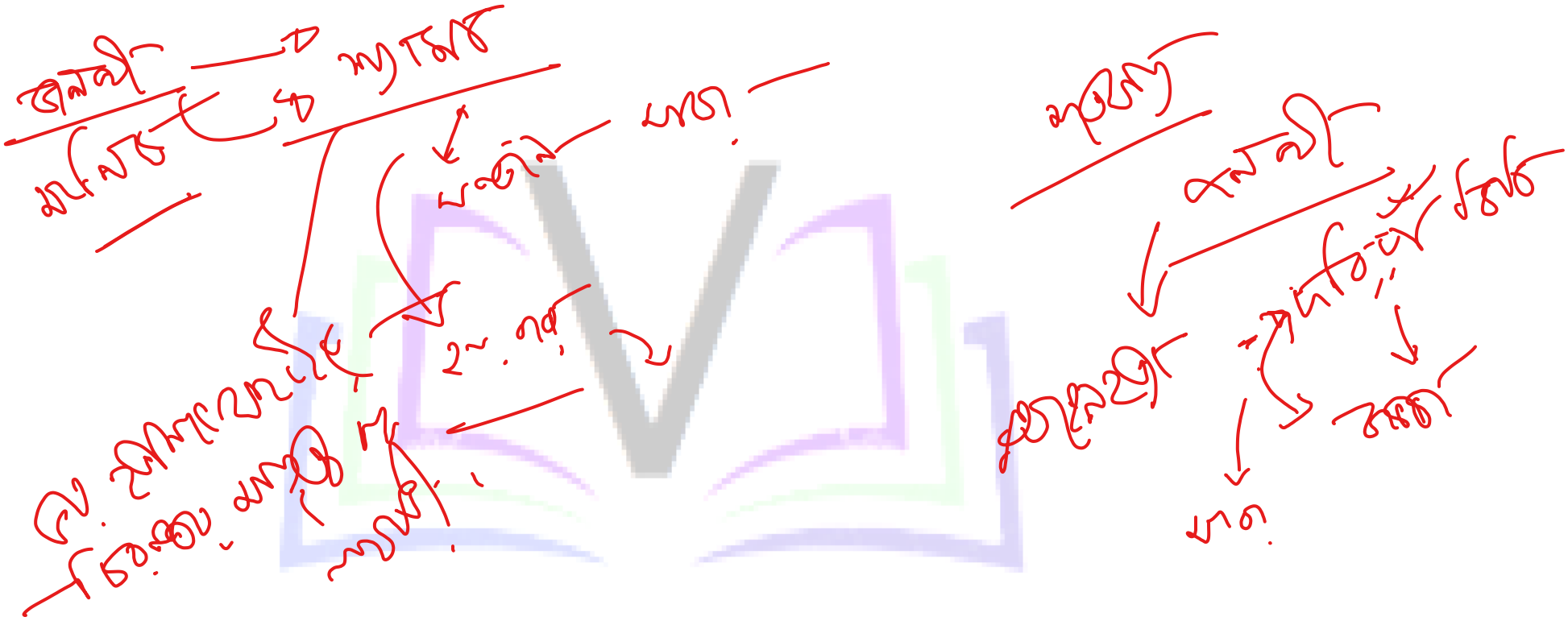

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

ক্রীতদাসের হাসি : অনেকের মতে 'ক্রীতদাসের হাসি' শওকত ওসমানের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এটি একটি প্রতীকধর্মী উপন্যাস। আরব্য-উপন্যাসের একটি কল্পিত কাহিনীর মাধ্যমে সমকালীন জীবন তথা আয়ুব খানের সামরিক শাসনে লাঞ্ছিত সমাজের চিত্র উপন্যাসটিতে মনোরমভাবে অঙ্কিত হয়েছে। জুলুম, অত্যাচার আর শোষণের বিরুদ্ধে লেখকের যে বিস্ফোরিত ক্রোধ তাতে উপন্যাসটিতে এক বিশিষ্টতা দান করেছে; এতে সমগ্র কাহিনীকে আবেগের অগ্নুৎপাতে উত্তপ্ত করে তুলেছে যা 'ক্রীতদাসের হাসি'র শেষাংশে নিপুণ শৈল্পিকতায় নিয়ন্ত্রিত হয়ে অসাধারণ এক মানবীয় আবেদন সৃষ্টি করেছে। বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে, কাহিনীর গতিময়তায়, যৌন আবেদনের চটকে এবং পিঙ্গল বাস্তবতার ধূসর গ-ি ছাড়িয়ে এক রোমান্টিক আবহে 'ক্রীতদাসের হাসি' পাঠকের মনোরঞ্জনে সহজেই সমর্থ। উপরন্তু এর প্রতীকী তাৎপর্য বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব দিকের সন্ধান দিয়েছে।

VICTORS
-BCS, BANK & MORE

পতঙ্গ পিঞ্জর : বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে 'পতঙ্গ পিঞ্জর' 'ক্রীতদাসের হাসি'র মতোই অভিনবত্বের দাবিদার; যদিও 'পতঙ্গ পিঞ্জর'র কাহিনী সমকালীন পারিপার্শ্বিকতার মাধ্যমেই উপস্থাপিত হয়েছে। এই উপন্যাসে গভীর মমত্ববোধ, তীক্ষè অন্তর্দৃষ্টি, তীব্র সমাজ সচেতনতার সঙ্গে জটিল ও দ্বন্দ্ব সংকুল সমস্যা রূপায়ণ লক্ষ্যযোগ্য। কাহিনীর কাঠামোতে প্রতীকী প্রভাবকে কাটিয়ে পাঠকের কাছে কাহিনীকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে লেখক ভাষাকে বেশ কিছুটা দুমড়িয়ে-মুচড়িয়ে তার মধ্য থেকে কিছুটা নতুন রস বের করে এনেছেন। যেমন : হররা, নাইয়র, মাকড়া প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করে লেখক এক ধরনের আঞ্চলিক আবহ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। অন্যান্য উপন্যাসের ন্যায় এ উপন্যাসেও অঙ্কিত নর-নারীর চরিত্র তীর্যক ও ঋজু।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

- চৌরসন্ধি : চৌরসন্ধি উপন্যাসটি চোরদের নিয়ে লেখা। একজন তাগড়া মূর্খ রিক্সাঅলা কিভাবে মিল মালিকের ধর্মঘট ভাঙার সাহায্যে এসে কালু সর্দারে পরিণত হয়, তার বিস্তারিত বর্ণনা আছে এখানেÑ যা আমাদের সমাজে অহরহ ঘটছে। কাহিনীতে বেশ জট পাকানো হয়েছে। শহরে দুই চোরা দ্বন্দ্বে পড়ে যাচ্ছে : ব্যবসা দুই দলেরই মন্দা। এই উপন্যাসে একটি ধারণা বা কনসেপ্টকে রূপ দেওয়া হয়েছে। পাঠক বুঝতে পারে উচ্চবিত্তের মূল্যবোধ মধ্যবিত্ত বা সাধারণ জনগণের মতো নয়, এর মধ্যে আছে বিপুল পার্থক্য। এ উপন্যাসের কাহিনীকে প্রতীকী তাৎপর্যেও বিশ্লেষণ করা যায়। একদিকে পূর্ব (পূর্ব পাকিস্তান) আর একদিকে পশ্চিম (পশ্চিম পাকিস্তান); যেন দুই চোরের সন্ধি। পূর্বে মোনায়েম খান আর পশ্চিমে আয়ুব খান। তবে পূর্ব পশ্চিমের সন্ধিটি কার্যকর হয় মাত্র পঁচিশ বছর।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

জাহান্নম হইতে বিদায় : শওকত ওসমানের 'জাহান্নম হইতে বিদায়' মুক্তিযুদ্ধের প্রথম উপন্যাস। এ উপন্যাসের নায়ক গাজী রহমানের দৃষ্টিই এখানে লেখকের নিজস্ব দৃষ্টি। ব্যক্তি গাজী রহমানের চেতনার আড়ালে লুকিয়ে আছে যুদ্ধপীড়িত দেশের দেড় মাসের কিছু চালচিত্র। এ উপন্যাসে দেখা যায়, আতঙ্কজনক পরিস্থিতি, স্বজন হারানোর বেদনা, নরসিংদী থেকে নবীনগরের পথে গাজীর চৈতন্য ভেসে ওঠা বৃদ্ধের অভিব্যক্তি, ডেমরা ঘাঁটির চেকপোস্ট পার হয়ে ছইয়ের নিচে মাঝির অভিব্যক্তি, শীতলক্ষ্যা নদী তীরবর্তী জীবন, মাতারির ছেলের মুক্তিফৌজে যোগদান ইত্যাদি। এমন বিষয় উপন্যাসে মর্মন্তুদ একটি সময়ের বিবরণ হয়ে রয়। জাহান্নাম হইতে বিদায়' উপন্যাসের কাহিনিতে তেমন কোন চাকচিক্য নেই, দ্বন্দ্ব এবং চরিত্রের বিকাশও তেমন চোখে পড়ে না। পাকবাহিনীর হাতে আক্রান্ত স্বদেশ, তাদের অত্যাচার-নির্যাতন, জ্বালাও-পোড়াও, হত্যাযজ্ঞের কারণে প্রিয় মাতৃভূমি এখন জাহান্নামে (দোজখে) পরিণত হয়েছে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র **গাজী রহমানের** মধ্যে লেখক শওকত ওসমানের আত্মচরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। তাই সমালোচক মন্তব্য করেছেন, 'শওকত ওসমান এই উপন্যাসের গাজী রহমানের ভেতর দিয়ে বাঙালি মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। সঙ্কট থেকে পলায়ন– কেবল নিজেকে বাঁচানোর জন্য ব্যাকুল, ব্যস্ততা গাজী রহমানের মধ্যে এই প্রবণতা বর্তমান।'

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

'হান্নম হইতে বিদায়' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক শওকত ওসমান শব্দ চয়ন ও ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তার আগের উপন্যাসগুলোর ভাষা থেকে এ উপন্যাসের ভাষা কিছুটা ভিন্ন। বিষয় যা দাবি করে, সে অনুসারে এখানে তিনি ভাষা ব্যবহার করেছেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে জীবনের কারও সঙ্গে আপোস করেননি তিনি। সমাজের করুণ চিত্র সমকালীন বাস্তবতায় তুলে ধরেছেন। ঘটনার বর্ণনায় বিশেষ ভাবের উদয় ঘটেছে। ব্যবহার করা হয়েছে আরবি-ফারসি ও প্রচলিত-অপ্রচলিত নানা শব্দ। কখনো ঔপন্যাসিক আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। কাহিনীর চিত্রায়ন করেছেন সুকৌশলে। যেমন,

"নদীর টলটলে জলের উপর ভাসতে ভাসতে দুই চোখ লংস্পটে ছড়িয়ে দিলে যদ্দুর তাকাও, বাংলাদেশের আকাশ, হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে।"

শিল্পসাহিত্য বিচারে নামকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঔপন্যাসিক এক্ষেত্রে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। পাকিস্তানিদের অত্যাচারে নরক যন্ত্রণা থেকে বেরিয়ে যেতে লেখকের প্রয়াসের কারণেই এরূপ নামকরণ। সেই সময়ে এই ভূখণ্ডের পরিস্থিতি সম্পর্কে বোঝাতে নৌকার মাঝির প্রতি গাজী রহমানের উক্তিটিই যথেষ্ট। যেখানে তিনি বলছেন,

"জোরে চালাও, আরও জোরে, জোরে চালাও, তোমার নৌকা হাঁটে না কেন?... দেখছ না চারিদিকে দোজখ। অগ্নিকুণ্ড দাউ দাউ জ্বলছে... এই নরক থেকে আমি বাইরে যেতে চাই...।"

রচনার গুণ ও আঙ্গিক বিশ্লেষণে হয়তো অনেক কিছুই উঠে আসবে। কিন্তু মুক্তিকামী বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলোর দৃশ্যপট চিত্রায়নেই এ উপন্যাস সার্থক।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

নেকড়ে অরণ্য : 'নেকড়ে অরণ্য' উপন্যাসটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত। এটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে হায়েনারূপী পাকসেনাদের পাশববৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য কতিপয় বন্দিনী বাঙালী রমণীর এক মর্মন্তুদ আলেখ্য। এ উপন্যাসে পাকসেনার হাতে নির্যাতিত নারীদের লেখক বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে : গুদামের পোস্তার ওপর শত শত বস্তা সারি সারি থাকে থাকে সাজানো থাকত কদিন পূর্বে। আজ সারি সারি মানুষ শুয়ে আছে। অবশ্যি স্তর অনুপস্থিত। কারণ কারও ওপর কেউ শুয়ে নেই। একদম সিমেন্টের ওপর, যাদের মানুষ বললাম, তারা শুয়ে আছে, মানুষের মধ্যে যাদের মানবী বলা হয়। কেউ সটান কেউ কুকড়ে গেছে, শীতের রাত্রের কুকুরের মত।' এরা এ উপন্যাসের নারীচরিত্র- তানিমা, জায়েদা, বালীদা, সখিনা, চাষি বউ আমোদিনী। এরা নেকড়ে অরণ্যে বন্দী। এদের জীবনের মূল্যবান সম্পদ নিঃশেষ; ধর্ষিতা এরা। পাকসেনারা এভাবেই বন্দী করেছে বাংলাকে, এ অরণ্য থেকে বাঙালী মুক্ত হয়েছে অনেক রক্ত ঝরিয়ে। নেকড়ে অরণ্য উপন্যাস নারীর বন্দিশালায় খানদের অত্যাচারের ইতিবৃত্ত। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে নারীদের এ-নিগ্রহ হানাদারদের কাছে একটা অনিবার্য বিষয় ছিল। নেকড়ে অরণ্যের কাহিনী তারই এক চালচিত্র। কিন্তু এই বন্দীশালাতেও মাঝে মাঝে এসেছে মুক্তিযোদ্ধাদের সংবাদ, মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয়ের বার্তা।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

দুই সৈনিক : গ্রামের পটভূমিতে লেখা শওকত ওসমানের আরেকটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস হল দুই সৈনিক। বেতারের সংবাদই তখন জীবন সঞ্জীবনী। কলকাতা বেতার শুনছে সাহেলী ও চামেলী। বাবা মখদুম মৃধা; তিনি মৌলিক গণতন্ত্রী ছিলেন, ঊনসত্তরে গণঅভ্যুত্থানের সময় সাজাও পেয়েছেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তিনি দ্বিধায় আছেন। একটি গ্রামীণ প্রতিবেশে উপন্যাসের কাঠামো নির্মাণ, ইতিহাসের সভ্যতা তার পরিপূরক হয়ে আসে। প্রথম দুপর্বে চরিত্রগুলোর পারস্পরিক কথোপকথনে জানা যায় একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে দেশের স্বাধীনতা, শেখ মুজিব কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছেন, নির্বাচনে জিতেছেন। মখদুম মৃধার দুই মেয়ে সারাক্ষণ ট্রানজিস্টার নিয়ে দেব দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠ শুনছেন। রণেশদাশ গুপ্তের মতে, দুই সৈনিক হচ্ছে হানাদার বাহিনীর দুই মদমত্ত অফিসার। ৭১ সালের ২৫ মার্চ হানাদার বাহিনী সারাদেশে যে হামলা চালায় তার দুই মূর্তিমন্ত প্রতীক। তাদের পাশবিক ক্রিয়াকলাপ উপন্যাসটির ঘটনা তরঙ্গ সৃষ্টি করে। এই জন্যই সম্ভবত উপন্যাসের নাম দুই সৈনিক।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

জলাঙ্গী : মুক্তিযুদ্ধের ঢেউ শহর ছাপিয়ে বাঁকাজোল গ্রামে পৌঁছেছে। জামিরালি শহর থেকে গ্রামে আসে। শেখ মুজিবের হুকুমে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি- সবকিছুই বন্ধ। ছয় দফা জনতার দাবি। অনিবার্যভাবেই বাস্তবতার একটা তাগিদ থেকেই রাজনীতি অনুষঙ্গী হয়ে পড়েছে মানুষ। চব্বিশ বছর আগে পাকিস্তান হওয়ার সময় সে কত কী আশা করেছিল। আরো স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত জীবন। কিছুই সহজে মেলেনি। যেটুকু পেয়েছি ¯্রফে গতরের জোরে। তার একটা বিহিত হওয়া দরকার। একটা মৌলিক প্রশ্নে দাঁড়িয়ে যায় গ্রামের মানুষ। প্রতিটি সংবাদ প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে যায়; মুজিবের বার্তা মর্মে আঘাত হানে প্রত্যেকের। ৭ মার্চের সংবাদে লেখক বলেছেন : ইতিহাস যেন স্বকণ্ঠে রায় দিল। থরথর কম্পনে গোটা দেশ নড়ে উঠল বিরাট অজগরের মতো। সেই মোহ-বর্ণিল ভীতিময় অবয়ব সেই গর্জন এবং শীৎকারের আষ্টেপৃষ্ঠে লেজ-সাপটানি! আঘাতের সময় সরল, সমুন্নত। অধিকারের প্রশ্ন, বাঁচার স্বার্থ একটা গ্রামীণ জীবনে ভিন্ন অর্থ পায়; সময়ের পরিবর্তনে দ্বন্দ্ব আসে, অবস্থার পরিবর্তন হয়। শওকত ওসমানের উপন্যাসের পাঠক মাত্রই যে বিষয় লক্ষ্য করে, তাহলোÑসব ধরনের সামাজিক বৈষম্য ও অবিচারের প্রতি লেখকের প্রখর বিরাগ ও সুস্থ সামাজিক ব্যবস্থা গঠনে তার দুর্দমনীয় আগ্রহ। লেখকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিল্পের চাহিদার এক সৌহার্দ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। শওকত ওসমান যে ধরনের বিষয়বস্তু (সাধারণ মানুষ ও গ্রামীণ পরিবেশ) নিয়ে কারবার করেনÑ তার ধারা একেবারে শুকিয়ে যায়নি; কেননা এই বৈশিষ্টের প্রভাব সমকালীন বা পরবর্তী

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

ঔপন্যাসিক শহীদুল্লাহ কায়সার, আবু ইসহাক এবং বর্তমান সময়ের অনেক নবীন ঔপন্যাসিকের মধ্যেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লক্ষ্য করা যায়। তাই বলা যায়Ñ শওকত ওসমান ও তার উপন্যাস বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে এক স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

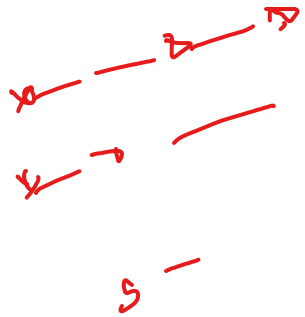

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

শওকত আলী

বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত আলীই বোধহয় একমাত্র শক্তিমান সাহিত্যিক যিনি কথাসাহিত্যে একরকমের নীরব বিপ্লব ঘটিয়েও অনেকাংশেই অনালোচিত ছিলেন। বাংলা কথাসাহিত্যে যার হাত ধরে সৃষ্টি হয়েছিল এক অনন্য ভাষা শৈলীর, উঠে এসেছে প্রাকৃতজনদের কথা, ইতিহাসের পাঁজর থেকে যিনি উঠিয়ে এনেছিলেন জীবন সংগ্রাম সেই শওকত আলী বরাবরই থেকে গেছেন আমাদের আলোচনার বাইরে।

শওকত আলী তার সাহিত্যে পরম মমতায় তুলে এনেছেন নিম্নবর্গের মানুষের উপাখ্যান। ইতিহাসের খেরোখাতা থেকে তুলে এনে চরিত্র বিনির্মাণের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন সেন রাজাদের রাজত্বকালে সামন্ত মহাসামন্তদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ প্রাকৃতজনদের জীবন সংগ্রাম। কেবল কি তাই, মধ্যবিত্ত পরিবারের উত্থান-পতন, গ্রামীণ বাস্তবতা থেকে শহুরে জনপদ, দেশভাগ, কী আসেনি তার সাহিত্যে!

VICTORS
BCS, BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

শওকত আলীর ট্রিলজি 'দক্ষিণায়নের দিন', 'কুলায় কালস্রোত' এবং 'পূর্বরাত্রি পূর্বদিন' এ আমরা দেখতে পাই শওকত আলীর ইতিহাসআশ্রয়ী রূপ। যেখানে শওকত আলী বর্ণনা করেছে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সময়ের প্রেক্ষপট, মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয়তাবাদী চরিত্রের প্রকাশ। শওকত আলী ছিলেন কালের সারথি। তার গল্প এবং উপন্যাসের ভাষায় বরাবরই তা দেখা যায়। সময়কে যিনি নিখুঁত বর্ণনায় এনে নানা ছাঁচে চরিত্রের দৃশ্যায়ন এঁকেছেন। যার কোনটিই কিন্তু কল্পিত ছিল না।

কিংবদন্তিতুল্য উপন্যাস 'প্রদোষে প্রাকৃতজন' এ শওকত আলী যেভাবে দ্বাদশ শতকের প্রেক্ষাপটকে তুলে এনে শ্যামাঙ্গ নামের আত্রেয়ী পাড়ের এক মৃৎশিল্পীর আখ্যানের বয়ান করেছেন তা বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়। ফলে পূর্বাপর জীবনচারণ ও সৃষ্টিশীল ব্যবচ্ছেদ দুয়ে মিলে প্রদোষে প্রাকৃতজন হয়ে উঠেছে কালোত্তীর্ণ।

শওকত আলীর সাহিত্যের ভাষা পড়লেই চেনা যায় এটি কার সৃষ্টি। বাংলা সাহিত্যে এমন উদাহরণ খুবই নগণ্য, যাদের সৃষ্টির দ্বারা অতি সহজেই নির্ণয় করা যায় কে হতে পারেন স্রষ্টা। শওকত আলী ছিলেন সেই নগণ্য সংখ্যক সাহিত্যিকদের মধ্যে একজন। যিনি সমস্ত ধ্বংসলীলার মাঝেও বের করে এনেছেন জীবন সংগ্রামের পথ, মুক্তির নিশানা। সমস্ত নগ্নতার মাঝেও আকাঙ্ক্ষা করেছেন মুক্তির।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

গত শতাব্দীর আশির দশকে শওকত আলী ছিলেন সবচেয়ে কর্মতৎপর। পূর্বের কয়েক দশকে শওকত আলী যা সৃষ্টি করেছেন তা এই দশকে এসে যেন পূর্ণ মাত্রা পেয়েছে। গদ্যের প্রকৃতি ঝাঁঝাল এবং ধারাল হয়েছে। যা কিছু সঞ্চিত হয়েছিল পূর্বে তার যেন সর্বস্ব প্রকাশ ঘটেছে সাহিত্যে। সাহিত্যের মূল রসকে যে শওকত আলী পরম মমতায় তুলে এনেছেন তার সৃজনশীলতা এবং মনন দ্বারা।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

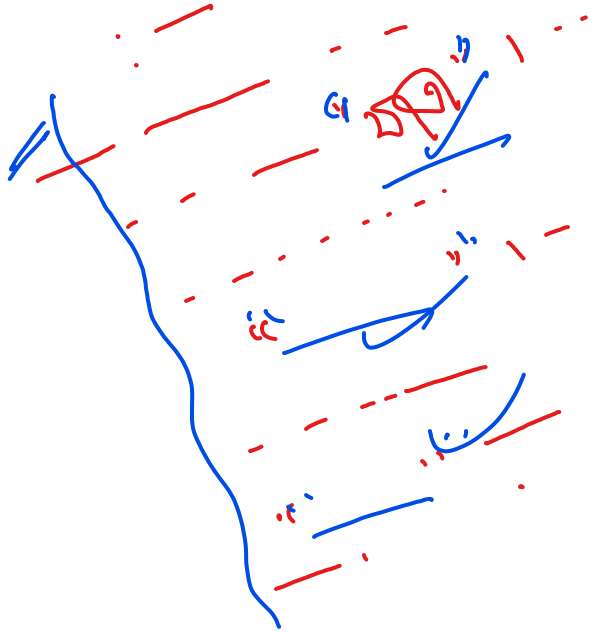

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE
VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE
VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE
VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE
VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE
VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE
VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE
VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE
VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE
VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE
VICTORS
-BCS,BANK & MORE